৭০

সটীক রঘুবংশম্

শিউলি বসু
সংস্কৃত বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

Satika-Raghuvams'am
Shiuli Basu

© পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
© West Bengal State Book Board

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০১৪/এ

প্রকাশক ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ
আর্য ম্যানসন্ (নবম তল)
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলকাতা ৭০০ ০১৩

বিপণন কেন্দ্র ঃ
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ বিপণন কেন্দ্র
১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
(সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের একতলা)
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ISBN 978-81-247-0735-7

মুদ্রক ঃ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি.
৩১বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ ঃ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রা. লি.

মূল্য ঃ একশো টাকা

ভারত সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক (শিক্ষা বিভাগ), নতুন দিল্লি কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষায় বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের গ্রন্থ রচনা প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ-এর মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ড. অনাদি কুমার কুণ্ডু কর্তৃক প্রকাশিত।

পরম পূজনীয়া অধ্যাপিকা কল্পিকা মুখোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

প্রকাশকের নিবেদন ঃ প্রথম প্রকাশ

মহাকবি কালিদাস বিরচিত 'রঘুবংশম' মহাকাব্যের উনিশটি সর্গের মধ্যে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ সর্গ দুটির সটীক সংস্করণ হিসেবে অধ্যাপিকা শিউলি বসুর এই গ্রন্থটি প্রকাশ পেল। যথাসম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় সংস্কৃত বিদ্যাচর্চার ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তিনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। যদি এই গ্রন্থ পাঠ করে ছাত্র-ছাত্রীরা 'রঘুবংশম' মহাকাব্যের উক্ত সর্গ দুটির কিঞ্চিৎ পরিমাণ রস উপলব্ধি করতে পারে তাহলেই আমাদের উদ্যোগ সফল হবে।

কলকাতা
জানুয়ারি ২০১৪

ড. অনাদি কুমার কন্ডু
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক

নিবেদন

সংস্কৃত সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের সকল রচনাসমূহ সহৃদয় পাঠকদের নিকট বিশেষভাবে আদরণীয় হয়ে রয়েছে। 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যটিও এ বিষয়ে ব্যতিক্রম নয়, শুধুমাত্র সাহিত্য হিসেবেই নয়, সমাজ, রাজনীতি, জীবনধর্ম, প্রকৃতিভাবনা, ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি সমস্ত দিক থেকেই এই মহাকাব্যটি অতুলনীয়। সেই কাব্য সম্পর্কে দুই একটি কথা ছাত্র ছাত্রীদের জন্য লিখতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদের যে সমস্ত সদস্যবৃন্দ আমাকে এই কাজটি করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাদের সকলের প্রতি আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের স্বনামধন্যা অধ্যাপিকা বিজয়া গোস্বামী আমাকে এই কাজে বিশেষ উৎসাহ দেন। ঐ বিভাগের স্বনামধন্যা অধ্যাপিকা ঋতা চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে নানা তথ্যদানে আমাকে সমৃদ্ধ করেছেন, সেই সমস্ত তথ্য আমার এই গ্রন্থ সম্পাদনে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। আমার অগ্রজা এই দুইজন শিক্ষিকাতুল্য অধ্যাপিকাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁরা যেন সুস্থ থাকেন, ভাল থাকেন। আমার ছাত্র অভিষেক প্রুফ সংশোধনের কাজে আমাকে অনেক সময় সাহায্য করেছেন, তাঁর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে সরকারী আনুকূল্যে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ তত্ত্বাবধায়ককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কোলকাতা সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের গ্রন্থাগারের কর্মীবৃন্দ গ্রন্থ দানে বিশেষ সাহায্য করেছেন। তাঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ জানাই।

শ্রীমান গণপতি ঘোষ সমস্ত পাণ্ডুলিপি যত্নসহকারে ছাপার কাজে সাহায্য করেছেন। তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাই। আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি ছাত্র ছাত্রীবৃন্দের বিন্দুমাত্র কাজে আসে, তাহলেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে। অনভিজ্ঞতাবশতঃ যদি কিছু ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে পাঠকবৃন্দ নিজগুণে মার্জনা করবেন।

কোলকাতা

শিউলি বসু

২/১১/২০১৩